সূরা কাফ্-৫০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

উচ্চপর্যায়ের আলেমগণ এই সূরার অবতরণকালকে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী-জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় নির্ধারণ করেছেন। এর ভাষার স্টাইল ও বিষয়বস্তু এই অভিমতের পরিপোষক। পূর্ববর্তী দুটি সূরাতে ইসলামের বিরাট ও সুমহান ভবিষ্যতের কথা আলোচিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে এও বলা হয়েছে, যখন কোন জাতি ধনবান ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীও সেই জাতির মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। 'কাফ্' অক্ষর (কাদের-কাউইম) দ্বারা আরম্ভ এ সূরা এই কথার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলার এই শক্তি নিশ্চয়ই রয়েছে যে তিনি দুর্বল ও বিশৃঙ্খল আরব জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিকে রূপান্তরিত করবেন। এই রূপান্তরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে 'কুরআন'কেই তিনি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন।

বিষয় বস্তু

এই সূরা থেকে সূরা ওয়াকেআ পর্যন্ত সাতটি সূরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সকল সূরার মত এই সূরাটিও ভবিষ্যদ্বাণীর ওজস্বী ভাষায় বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলছে, কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র বাণী, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা, আর ইসলামের বিজয় এক অবধারিত চরম সত্য। প্রকৃতির নিময়-কানুন এবং পুরনো দিনের নবী-রসূলের ইতিহাস আমাদেরকে এই অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তেই উপনীত করে। প্রথমেই এই সূরাটি পুনরুত্থানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি উত্থাপন করে এর সত্যতার প্রাথমিক প্রমাণরূপে এই যুক্তি প্রদর্শন করছে যে এমন একটা জাতি যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে একেবার নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল, তারা শীঘ্রই কুরআনের প্রভাবে এক কর্মচঞ্চল ও প্রাণ-প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হবে। সুরাটি এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছে, অবিশ্বাসীদের এই জাতিটি এতই চেতনাহীন যে তারা এই কথা কোন মতেই মানতে পারছে না, তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন সতর্ককারীকে তাদের মৃতাবস্থা থেকে জাগাবার জন্য কীভাবে আবির্ভূত করা হতে পারে। তারা তো মরে মাটি হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে আবার জেগে উঠা কি কখনো সম্ভব ? তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যেন সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয় ভালভাবে ভেবে দেখে, মহাশূন্যের গ্রহ-তারকা-সজ্জিত আকাশসমূহ সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য কলা-কৌশলের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে। তারা যেন লক্ষ্য করে, কত নিয়মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সময়ানুবর্তিতার সাথে ব্যতিক্রমহীন ও বিরামহীনভাবে এগুলো আপন আপন নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে চলেছে। তারা যেন পৃথিবীর বিশালতা, এর প্রাণীকুল ও উদ্ভিদরাজির দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করে এবং এগুলোর সৃষ্টি, খাদ্য-যোগানো ও ফল-ফসলাদির উৎপাদন ইত্যাদির বিষয়ে আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে। তাহলেই তারা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, এই জটিল বিশ্ব-জগতের যিনি কুশলী স্রষ্টা তিনি নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা ও জ্ঞান রাখেন যে মানুষের দেহ পচে গলে ধূলায় মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তিনি তাতে নবজীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সর্বোচ্চ মুকুট-মণি, যাকে মানব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম-স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কৃত-কর্মের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয় এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে। সব শেষে এই কথার উপরই জোর দেয়া হয়েছে, এই মহান বিশ্বের সৃষ্টি এবং অন্য সকল সৃষ্টির সেরা যে মানব তার সৃষ্টি প্রমাণ করে, জটিলতা পূর্ণ মহাসৃষ্টির পিছনে মহাস্রষ্টার নিশ্চয়ই কোন মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এই সব কিছুর সৃষ্টি অনর্থক ও উদ্দেশ্য বর্জিত হতেই পারে না। অতএব এইসব কিছু আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে, মৃত্যুর পরেও জীবন থাকা আবশ্যক এবং অবশ্যই মৃত্যুর পরেও জীবন আছে।

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثَةُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা কাফ্-৫০

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ

৭ মঞ্জিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ②

★২। কাদীরুন[২৭৯৯] অর্থাৎ সর্বশক্তিমান। মহিমান্বিত কুরআনকে (আমরা তোমার সত্যতার এক সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি) [২৮০০]।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ③

৩। আসলে তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে বলে তারা অবাক হয়েছে। অতএব অস্বীকারকারীরা বলে, 'এটা এক আজব ব্যাপার।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ④

৪। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব (তখনো কি আবার আমাদের জীবিত করা হবে)? খ.এই ফিরে যাওয়া তো এক অসম্ভব ব্যাপার।'

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ⑤

৫। মাটি তাদের কতটুকু কমিয়ে দিচ্ছে তা আমরা ভালভাবে জানি। আর আমাদের কাছে এক সংরক্ষণকারী কিতাব আছে[২৮০১]।★

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑥

৬। বরং সত্য যখন তাদের কাছে এল তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব তারা এক সংশয়পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৩ঃ৬, ২৩ঃ৩৭।

২৭৯৯। "কাফ্" অক্ষরটি আল্লাহ্ তাআলার 'কাদীর' (সর্বময় ও সর্বশক্তিমান) হওয়ার গুণ প্রকাশক। এটি "আল্ কিয়ামাতু হাক্কুন" (পুনরুত্থান অবশ্যই হবে, এতে সন্দেহ নেই) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

২৮০০। মহাপুনরুত্থান যে নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে এর সাক্ষ্যরূপে 'কুরআন'কে পেশ করা হয়েছে।

২৮০১। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই আপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা যখন মরে গিয়ে হাড়গোড়সহ ধূলিকণাতে পরিণত হয়ে যাবে তখন তারা পুনরায় উত্থিত হবে কীরূপে ? এই প্রশ্নেরই উত্তর এই আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মানুষের শরীর তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তার আত্মা কস্মিনকালেও বিনষ্ট হয় না। পরজগতে তার আত্মাকে এক নূতন দেহ দেয়া হবে এবং ইহকালে সে ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে, নূতন দেহধারী আত্মাকে তার জন্য হিসাব দান ও জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তার ইহলৌকিক কার্যাবলী পুঙ্খাণুঙ্খরূপে এক 'হিসাব-খাতায় সংরক্ষিত রয়েছে'। এর অর্থ এও হতে পারে, বস্তু জগতের সবকিছুই যখন অণু-পরমাণুতে পরিণত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয় তখন তাও ঐ সংরক্ষণ-খাতায় তথা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে। এই আয়াত এই কথাও বুঝাতে পারে যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে যেমন কি কি জিনিষ ও উপকরণ, কি কি পরিমাণে, কি কি অবস্থায়, কি কি ভাবে সংমিশ্রিত করলে সেই জিনিষ সৃষ্টি হয় তা পূর্বাহ্নে জানা থাকলে সেই জিনিষ বার বার বানানো যায়, ঠিক সেইরূপ আল্লাহ্ তাআলা মানবদেহের প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এটা কীভাবে গঠিত হয় আর কীভাবে লয় পায় এর পুরাপুরি জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার আছে। অতএব মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পরও তাকে তিনি আবার সৃষ্টি করবেন।

★[এ আয়াতে 'কমিয়ে দিচ্ছে' কথাটির অর্থ হলো, মৃত্যুর পর মাটি তাদের খেয়ে ফেলে। (হযরত মুসলেহ মাওউদ' (রা:) কর্তৃক উর্দূতে তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

৭। তবে তারা কি নিজেদের ওপরস্থিত আকাশ দেখে না, আমরা একে কীরূপে বানিয়েছি ও [ক]সাজিয়েছি[২৮০২] এবং এতে কোন ত্রুটি নেই?

أَفَلَمْ يَنْظُرُوٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٧

৮। আর পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি। এতে আমরা অনড় (ও সুদৃঢ়) পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছি এবং এতে আমরা [খ]সব ধরনের সুন্দর (প্রজাতির) জোড়া উৎপন্ন করেছি।

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٨

৯। (আর) এতে (আল্লাহ্‌র দিকে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ[২৮০৩] রয়েছে।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٩

১০। [গ]আর আমরা আকাশ থেকে আশিসমন্ডিত পানি অবতীর্ণ করেছি এবং আমরা এর মাধ্যমে বাগান ও কর্তনযোগ্য শস্যদানাও উৎপন্ন করেছি

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝١٠

১১। এবং উঁচু খেজুর গাছও (উৎপন্ন করেছি), যেগুলোতে স্তরে স্তরে খেজুর গুচ্ছ রয়েছে

وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝١١

১২। বান্দাদের জন্য রিয্‌করূপে। আর [ঘ]আমরা সেই (বৃষ্টির) মাধ্যমে এক মৃত এলাকাকে জীবিত করি। এরূপেই (মৃতকে জীবিত করে) বের করা হবে[২৮০৪]।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۝١٢

১৩। [ঙ]তাদের পূর্বে নূহের জাতি, কূপের অধিবাসীরা (অর্থাৎ খনির অধিকারীরা) এবং সামূদ (জাতি)ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ۝١٣

১৪। আর আদ, ফেরাউন এবং লূতের ভাইয়েরাও (প্রত্যাখ্যান করেছিল)।

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ ۝١٤

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ৭; ৪১ঃ১৩; ৬৭ঃ৬ খ. ৩১ঃ১১ গ. ২৫ঃ৪৯ ঘ. ২৫ঃ৫০; ৪৩ঃ১২ ঙ. ৯ঃ৭০; ১৪ঃ১০; ৩৮ঃ১৩।

২৮০২। এই আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ব-জগতের মাঝে রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা। এতে রয়েছে সংখ্যাতীত সুন্দর সুন্দর গ্রহ-তারকা সুশোভিত আকাশসমূহ। এতে রয়েছে জীব-জন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী এবং মানব-জাতি সম্বলিত এই বিরাট বিস্তীর্ণ পৃথিবী। অতঃপর এই আয়াতগুলো ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সৃজনের এই বিচিত্র ও অত্যাশ্চর্য-ভাণ্ডারসমূহ আমাদেরকে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে সেই মহামহিম পরম প্রজ্ঞাশীল কুশলী, সেই মহা পরিকল্পনাকারী নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক, যিনি এই বিস্ময়কর বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করে মানুষকে এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন, তাঁর নিশ্চয়ই এই ক্ষমতা রয়েছে, সব কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন এবং মানুষের মৃত্যুর পরেও তিনি তাকে নতুন জীবন দিতে পারেন।

২৮০৩। বস্তুজগত ও প্রকৃতির সৃষ্টির অন্তরালে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে মনে করা খুবই যুক্তি-সঙ্গত। আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর পরিকল্পনাকারী ও স্রষ্টা বলে ধারণা করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির আদি-কারণ, সৃষ্টির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ যোগসূত্রসম্পন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চিত্র মানস-পটে ফুটে ওঠে যাতে কোন অসংলগ্নতা নেই। সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা পরোক্ষাভাবে প্রমাণ করে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। কারণ মানুষের শারীরিক অবসানের সাথে আত্মাও লয় প্রাপ্ত হয়, এমন ধারণা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি-পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞাময়তার বিপরীতে এবং বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী।

২৮০৪। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে শুষ্ক ও মৃত জমিকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করে জীবন্ত করে তোলেন, তেমনিভাবে তিনি মানুষের মৃত্যুর পরেও তাকে পুনরুজ্জীবন দান করবেন।

وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۭ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ⑮

১৫। [ক]আর অরণ্যের অধিবাসীরা এবং তুব্বার জাতিও (প্রত্যাখ্যান করেছিল)। এরা সবাই রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব আমার সতর্কবাণী সত্য প্রমাণিত হলো।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۭ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑯ ع

১ [১৫] ১৬। [খ]আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি[২৮০৫]? তা নয়! বরং তারা তো নব সৃষ্টির ব্যাপারেও সন্দেহে পড়ে রয়েছে। ১৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ⑰

★ ১৭। আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার আমিত্ব তার মনে যেসব সন্দেহের উদ্রেক করে সে সম্পর্কে আমরা অবগত আছি এবং আমরা (তার) জীবনশিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ⑱

১৮। ডানে ও বামে বসা দুজন লিপিবদ্ধকারী (ফিরিশ্‌তা তার সব কাজ) লিপিবদ্ধ করে চলেছে[২৮০৬]।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ⑲

১৯। সে যে কথাই বলে তা (লিপিবদ্ধ করতে) [গ]তার পাশেই তত্ত্বাবধায়ক (ফিরিশ্‌তা) প্রস্তুত রয়েছে।

وَجَاۗءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ⑳

২০। [ঘ]আর মৃত্যুর ঘোর অবশ্যই আসবে। (তখন তাকে বলা হবে,) এ হলো সেই (ঘোর) যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ㉑

২১। [ঙ]আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। এ-ই হলো সেই সতর্কীকরণ দিবস।

وَجَاۗءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاۗىِٕقٌ وَّشَهِيْدٌ ㉒

২২। আর প্রত্যেক ব্যক্তি (এমন অবস্থায়) আসবে যে তার সাথে একজন হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকবে[২৮০৭]।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৭৯; ২৬ঃ১৭৭; ৩৮ঃ১৪ খ. ৫০ঃ৩৯ গ. ৪৩ঃ৮১; ৮২ঃ১১-১২; ৮৬ঃ৫ ঘ. ৬ঃ৯৪; ২৩ঃ১০০ ঙ. ১৮:১০০ ; ২৩ঃ১০২; ৩৬ঃ৫২; ৩৯ঃ৬৯; ৬৯ঃ১৪।

২৮০৫। এই সবগুলোতেই 'সৃষ্টি' বলতে কেবল সাধারণভাবে 'অস্তিত্বে আনা'ই বুঝাচ্ছে না। 'অস্তিত্ব দান' ছাড়াও আর একটি অর্থও বুঝাচ্ছে এবং তা হলো, কোন জাতির মধ্যে নবী আগমনের ফলশ্রুতিতে সেই জাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ ও বিপ্লব সাধিত হয় তাও সৃষ্টিরই অপর রূপ।

২৮০৬। তফসীরকারগণের কারো কারো অভিমতে মানুষের ডানদিকের ফিরিশ্‌তা তার সৎকার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন আর বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তার দুষ্কর্মগুলো লিপিবদ্ধ করেন। 'ডানদিক' ভাল কাজের জন্য এবং 'বামদিক' মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি কথা ও কাজ বায়ুমন্ডলে ও পারিপার্শ্বিকতায় প্রভাব ও দাগ রেখে যায় যা সুরক্ষিত থাকে। কুরআনের অন্যত্র (২৪ঃ২৫, ৩৬ঃ৬৬) বলা হয়েছে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার হাত-পা-জিহ্বা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই হিসাবে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও রেকর্ডার বা সংরক্ষণকারী বলা যেতে পারে। এই আয়াতের সংরক্ষণকারী ফিরিশ্‌তা বলতে সাক্ষ্যদাতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বুঝাতে পারে।

২৮০৭। 'সায়েক' ঐ ফিরিশ্‌তা, যে মানুষের বাম দিকে বসে তার কুকর্মগুলোর হিসাব রাখে এবং শাস্তির জন্য তাকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়। আর 'শাহীদ' ঐ ফিরিশ্‌তা, যে মানুষের ডান দিকে বসে তার সৎকর্মগুলোর হিসাব রাখে এবং তার সপক্ষে ও অনুকূলে সাক্ষ্য দান করবে। এও হতে পারে, এই দুটি শব্দ 'সায়েক' ও 'শাহীদ' রূপক হিসাবে যথাক্রমে মানুষের অপব্যবহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মশক্তিকে এবং সঠিক ব্যবহৃত অঙ্গাদি ও কর্ম-শক্তিকে বুঝিয়েছে।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৩। (তখন আমরা বলবো,) 'এ (দিন) সম্বন্ধে অবশ্যই তুমি উদাসীন ছিলে। সুতরাং (এখন) আমরা তোমার ওপর থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়েছে[২৮০৮]।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٤﴾

২৪। আর তার সাথী (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) বলবে, 'এ হলো (আমলনামা) যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٥﴾

২৫। (এরপর আমরা উক্ত দুজন ফিরিশ্‌তাকে বলবো,) 'তোমরা প্রত্যেক চরম অকৃতজ্ঞকে (ও সত্যের) প্রত্যেক ঘোর শত্রুকে জাহান্নামে ফেলে দাও[২৮০৯]।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٦﴾

২৬। প্রত্যেক [ক]ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী (এবং) সন্দেহ সৃষ্টিকারীকেও (তোমরা জাহান্নামে ফেলে দাও)।

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾

২৭। যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করেছিল তোমরা উভয়ে তাকেও (আজ) কাঠোর আযাবে ফেলে দাও।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٨﴾

২৮। [খ]তার সাথী বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমি তো তাকে অবাধ্য বানাইনি, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় পড়েছিল[২৮১০]।'

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٩﴾

২৯। তিনি বলবেন, 'তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি পূর্বেই তোমাদের কাছে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

২ [১৪] ১৬ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٣٠﴾

৩০। আমার এখানে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয় না। আর [গ]আমি অসহায় বান্দাদের প্রতি কখনো অবিচার করি না।'★

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ১৩ খ. ১৪ঃ২৩ গ. ৩ঃ১৮৩; ৮ঃ৫২; ২২ঃ১১; ৪১ঃ৪৭।

২৮০৮। পরজগতে চক্ষু থেকে সকল পর্দা অপসারণ করা হবে। তখন তার দৃষ্টি ও মানসিক সামর্থ্য স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। সে তার কৃত-কর্মের ফলাফলকে দৃশ্যমানরূপে দেখতে পাবে, যা ইহজগতে থাকাবস্থায় তার দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। তখন সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে, যে ব্যাপারকে সে নিছক মায়া বলে মনে করতো তা কত সুনিশ্চিত ও নিদারুণ সত্য ছিল!

২৮০৯। দ্বি-বচন 'আল্‌কিয়া' এইজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে দুজন ফিরিশ্‌তা-'সায়েক' ও 'শাহীদকে' আদেশ দেয়া হয়েছে অথবা আদেশটিতে বিশেষ জোর দেবার জন্য এই দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এইরূপ প্রকাশভঙ্গী ২৩ঃ১০০তেও রয়েছে। সেখানে কর্তা একবচন হওয়া সত্ত্বেও বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই রীতি আরবী ব্যাকরণসম্মত।

২৮১০। এটা মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে যখন দুষ্কৃতকারী আপন কুকর্মের শাস্তিপ্রাপ্তির জন্য দন্ডায়মান হয় সে দুষ্কর্মের সকল দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাবার প্রয়াস পায়। অবিশ্বাসীর এই মানসিকতার চিত্রই এই আয়াতটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তার নিজের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপের জন্য সে শয়তানকে দায়ী করে।

★[এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, মানুষের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যেসব ফিরিশ্‌তা অথবা মানুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করেছি আমার সামনে কথা পরিবর্তন করে উপস্থাপন করার সাহস এদের কারোরই নেই। (হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

৩১। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি ভরে গেছ?' আর সে উত্তর দিবে[২৮১১], 'আরো কিছু আছে কি[২৮১২]?'

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

৩২। [ক]আর সেদিন জান্নাতকে মুত্তাকীদের এত নিকটবর্তী করে দেয়া হবে[২৮১৩] যে (তারা তা) অনুভব করতে শুরু করবে।

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

৩৩। (বলা হবে,) 'তোমাদের মাঝে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক বিনত ব্যক্তির ও (ধর্মীয় বিধানের) সুরক্ষাকারীর সাথে এ (পুরস্কারেরই) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

৩৪। (অর্থাৎ তার সাথে) যে রহমান (আল্লাহ্‌কে) গোপনে ভয় করতো এবং বিনত হৃদয় নিয়ে (তাঁর সমীপে) উপস্থিত হতো।'

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾

৩৫। আমরা বলবো, [খ]তোমরা প্রশান্তির সাথে এ (জান্নাতে) প্রবেশ কর। এ-ই হলো সেই চিরস্থায়ী দিন[২৮১৪]।'

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৬। এখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা তারা চাইবে এবং আমাদের কাছে [গ]আরো আছে[২৮১৫]।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৯১; ৮১ঃ১৪ খ. ১৪ঃ২৪; ১৫ঃ৪৭; ৩৬ঃ৫৯ গ. ১০ঃ২৭।

২৮১১। এই আয়াতের কথোপকথন একটা রূপক বর্ণনা মাত্র, প্রকৃত কথোপকথন নয়, বরং একটা অবস্থার বিবরণ মাত্র। দোযখকে ব্যক্তি কল্পনা করা হয়েছে এবং এর অবস্থা বর্ণনার জন্য এর মুখে ভাষা দেয়া হয়েছে। না দোযখের কথা বলার শক্তি আছে, না তা কথা বলবে। এইভাবে 'কালা' (সে বললো) শব্দ একই রূপক অর্থে ৪১ঃ১২ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে আকাশ ও পৃথিবী বলছে, "আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি।" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিয়ম-কানুন স্বেচ্ছায় মেনে চলবে বলে সম্মতি জানালো। এই সম্মতি জ্ঞাপন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা মাত্র, এতে প্রকৃত কোন কথোপকথন হয়নি। আরবী ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য হলো, এটি প্রাণহীন-ভাষাহীন বস্তুর মুখেও ভাষা তুলে দেয় এবং কথা বলায়। টীকা ৫৭ এবং আয়াত ১৮ঃ৭৮ দেখুন।

২৮১২। এই বাক্যটি এই দিকেই ইঙ্গিত করে যে মানুষের পাপ করবার প্রভূত ক্ষমতা আছে, আর তৎসঙ্গে রয়েছে দুনিয়াকে সম্ভোগ করবার অদম্য বাসনা যা তাকে দোযখের দিকে টেনে নেয়।

২৮১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের পাপরাশি দূরীকরণের জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে পূত-পবিত্র করার জন্য একের পর এক অসংখ্য লোককে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, খোদাভীরু-ধর্মপরায়ণ লোকদের জন্য বেহেশ্‌তকে তাদের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে।

২৮১৪। দোযখের শাস্তি যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, কুরআন অনুযায়ী তা একটি অস্থায়ী প্রায়শ্চিত-কারাগার। চিরস্থায়ী আবাস হলো বেহেশ্‌ত, যার নেয়ামতসমূহ অসংখ্য ও চিরস্থায়ী (১১ঃ১০৯)।

২৮১৫। ধার্মিকেরা তাদের মনস্তুষ্টির জন্য বেহেশ্‌তে যা-ই চাইবে তা-ই পাবে। শুধু তাই নয়, মানুষের ইচ্ছা যত বেশীই হোক না কেন, অনন্তের তুলনায় তা সীমাবদ্ধ। তাই তাদের ইচ্ছা-সীমার বাইরে যত নেয়ামত আছে তাদেরকে দেয়া হবে।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ۫ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। [ক]আর আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিমত্তায় এদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিল! এরপর (যখন আযাব এল) তারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) মাটিতে পরিখা খনন করলো[২৮১৫-ক]। (কিন্তু তাদের) কোনও আশ্রয়স্থল ছিল কি?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় এতে তার জন্য অনেক বড় উপদেশ রয়েছে, যার (বোধসম্পন্ন) হৃদয় আছে[২৮১৬] অথবা যে মন দিয়ে শুনে এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। আর নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে আমরা তা [খ]ছয় দিনে[২৮১৭] সৃষ্টি করেছি। আর [গ]কোন ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি[২৮১৮]।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾

৪০। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর সূর্য উঠার পূর্বে এবং ডুবার পূর্বেও প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং রাতের এক অংশে তাঁর মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদার পরেও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾

৪২। আর মন দিয়ে শুন! যেদিন এক আহ্বানকারী[২৮১৯] নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে[২৮২০],

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৭৫; ৪৭ঃ১৪ খ. ৭ঃ৫৫; ১০ঃ৪; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০ গ. ৫০ঃ১৬।

২৮১৫-ক। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, নিজদেরকে রক্ষা করার জন্য মাটিতে পরিখা কাটলো। আজ বোমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাটির নীচে যে ট্রেঞ্চ তৈরী করা হয়, আয়াতটিতে সেই দিকে ইঙ্গিত থাকতে পারে।

২৮১৬। কাল্‌ব অর্থ হৃদয়, আত্মা, বিবেক, মন, কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ। "মা লাহু কালবুন" অর্থ তার বিবেক বুদ্ধি নেই (লেইন)।

২৮১৭। দেখুন ৯৮৪ টীকা ৪১ঃ১-১৩ আয়াতসমূহ।

২৮১৮। কুরআন শরীফের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাইবেলে মহান নবীগণের উপর যত রকম পাপ ও চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে কুরআন তা অপনোদন করে তাঁদেরকে পবিত্র ও মহাপুণ্যাত্মা সাব্যস্ত করেছে। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার পরিপন্থী কোন কথা কুরআন বরদাশত করে না। বাইবেলে আল্লাহ্-জাল্লা-শানহু সম্বন্ধে বলা হয়েছে "সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে সপ্তম দিনে সকল কাজ হতে বিশ্রাম নিলেন" (আদিপুস্তক-২ঃ২)। পক্ষান্তরে কুরআন বলে, "ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।"

২৮১৯। 'আহ্বানকারী' বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। পূর্বাপর বর্ণনার সাথে এই অর্থ খাপ খায়। কেননা পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর জাতি মৃত অবস্থা থেকে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে জেগে উঠলো, এই কথাগুলোই বলা হয়েছে।

২৮২০। "নিকটবর্তী স্থান থেকে" শব্দগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে যে মহানবী (সাঃ) এর আহ্বান অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল হবে না, বরং তা জাগরণকারী আহ্বানের মতই শ্রুত ও পালিত হবে।

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٣﴾

★ ৪৩। যেদিন তারা নিশ্চিতভাবে বিকট শব্দ[২৮২১] শুনবে, সে (দিনটি) হবে (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার দিন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٤﴾

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবিত করি ও মৃত্যু দেই এবং আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫। যেদিন পৃথিবী দ্রুত চলার কারণে তাদের ওপর থেকে বিদীর্ণ হবে (সেদিনটি হলো,) সেই হাশর (অর্থাৎ সমবেতকরণ) যা (ঘটানো) আমাদের পক্ষে সহজ।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٦﴾ ع

৪৬। তারা যা বলে আমরা তা ভালো করেই জানি। আর ক-তুমি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী(রূপে নিযুক্ত) নও। অতএব যে আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে তুমি তাকে কুরআনের মাধ্যমে[২৮২২] উপদেশ দিতে থাক।

৩ [১৬] ১৭

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭।

২৮২১। 'নিশ্চতভাবে বিকট শব্দ' বলতে মহানবী (সাঃ) এর গগণ-বিদারী আহ্বানকেও বুঝাতে পারে।

২৮২২। এই সূরাতে যে পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে, কুরআনের মাধ্যমেই সেই মহা অভ্যুত্থান সাধিত হয়ে কুরআনের সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে আছে।